সাধনে তাহাকে লাভ করিতে বা জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ অন্যত্র শ্রুতিতে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" ইত্যাদি বাক্যে আত্মা যে বেদানুচ্চারণের এবং তপস্যাদি দ্বারা অগ্রাহ্য, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, শ্রুতির উভয়বিধ বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে। তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যত যত সাধন কোন ভগবৎ সাধনই উন্মুখতা সম্পাদন করিতে পারিবে না। কিন্তু সাধুসঙ্গের পর যখন কোন উপায়ে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে না পারা যায়, সেই সংবাদ অভ্রান্তভাবে কাহার নিকট হইতে পাইব—এইপ্রকার পিপাসায় যখন বেদকেই অভ্রান্তভাবে প্রমাণরূপে জানিয়া তাহাতে অভীষ্টবস্তু প্রাপ্তির অনুকূলে অনুশীলন করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই বেদের অনুকূলবচন এবং বেদবিহিত ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল দান তপস্যা প্রভৃতি প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যথার্থতঃ আকাঙ্খাও জাগে না এবং যত যত সাধন, সকলগুলি সাধনই কেবল গর্ব্বের জন্যই হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে ৭।১০ অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কৃত স্তুতিতে "বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ "ভক্তিধীনস্য সর্ব্বাক্রিয়া গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি" অর্থাৎ ভক্তিহীন জনের সকল ক্রিয়া কেবল গর্ব্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে—এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে সেই ভগবৎ সাম্মুখ্যই কি উপায়ে হইতে পারে? পুনর্ব্বারও ভগবৎ সাম্মুখ্যের হেতুই জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে। তাহার উত্তরে ভগবৎকৃপাই ভগবৎ সাম্মুখ্যের প্রাথমিক কারণ—এইরূপ যদি নিশ্চয় করা যায়, তাহাও হইতে পারে না; ভগবৎ কৃপা গৌণ কারণ। যেহেতু সেই শ্রীভগবৎকৃপা সাংসারিক দুরন্ত অনন্ত সন্তাপে সন্তপ্ত অত্যন্ত ভগবদ্‌বহির্মুখ জনে স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হয় না। সেই বহির্মুখ জনের প্রতি ভগবৎ কৃপা হওয়া অসম্ভব। কৃপারূপ চিত্তবিকার পরের দুঃখ নিজহৃদয় স্পর্শ করিলেই, জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ পরের দুঃখ হৃদয়ে স্পর্শ না হইলে, পরদুঃখ কাতরতারূপ কৃপা কেমন করিয়া জন্মিতে পারে? শ্রীভগবান শ্রুতিতে পরমানন্দৈকরস রূপে এবং অপহৃত কল্মষরূপে জীবস্বরূপ হইতে বিলক্ষণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব যেমন দুঃখাদিতে এবং পাপাদিতে মলিন বা লিপ্ত হয়, শ্রীভগবান তেমন দুঃখে বা পাপাদিতে লিপ্ত বা মলিন নহেন। তেজস্বরূপ সূর্য্যকে যেমন অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারে না, তেমন অখণ্ড আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিত্তে অন্ধকারস্বরূপ দুঃখ স্পর্শের অসম্ভব জন্য তাঁহার হৃদয়ে সাংসারিক জীবে